মাতা গন্ধেশ্বরী

মাতা গন্ধেশ্বরী দেবী দুর্গা চণ্ডীর আরেক রূপ। গন্ধাসুরকে নিধন করে দেবী গন্ধেশ্বরী নামে বিদিতা হন। গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের কুলাধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন মাতা গন্ধেশ্বরী। গন্ধবণিকগণ দেবী গন্ধেশ্বরীকে ধনসম্পদদায়িনী এবং বিপদে রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে আরাধনা করেন। প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমাতে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক গন্ধবণিকের বাড়ীতে এই দেবী গন্ধেশ্বরীর ষোড়শোপচারে পূজা হয়। কোথাও মূর্তিতে, কোথাও পটে, কোথাও ঘটে পূজা হয়। তবে সর্বত্রই ঘট স্থাপন করে, তার সামনে তুলাদন্ড, বাটখারা প্রভৃতি রেখে ভগবতী দুর্গার মন্ত্রে মাতা গন্ধেশ্বরীর আরাধনা করা হয়। গন্ধেশ্বরী পূজার দিন গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করেন না।

মা গন্ধেশ্বরী সিংহবাহিনী, চতুর্ভূজা। তাঁর চার হাতের আয়ুধ হল শঙ্খ, চক্র, ধনুক ও শর। দেবীর ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে -

> “ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত প্রেক্ষা চতুর্ভির্ভূজৈঃ। শঙ্খং-চক্র-ধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।।
> আমুক্তাঙ্গদহার-কঙ্কনরণৎ-কাঞ্চীক্কননূপূরা। দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎকুন্ডলা।।”

অর্থাৎ, সিংহের ওপর আসীনা, ললাটে চন্দ্রকলাযুক্তা, মরকতের ন্যায় প্রভাযুক্তা, চার হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও শরধারিণী, ত্রিনয়ণী, মুক্তাখচিত অঙ্গদ, শব্দায়মান চন্দ্রহার ও নুপুরভূষিতা, রত্নোজ্জ্বল কুন্ডল শোভিতা দুর্গা আমাদের দুর্গতি হরণ করুন।

দেবীর এই বর্ণনা দুর্গা-চন্ডী ও লক্ষীর মিশ্রিত রূপ। গন্ধেশ্বরী দুর্গারই চতুর্ভূজা রূপ। তাঁর ধ্যানমন্ত্রেই তাঁকে দুর্গতিহারিণী বলা হয়েছে। আবার লক্ষ্মী হলেন তপ্তকাঞ্চনবর্ণা আর গন্ধেশ্বরী মরকতের ন্যায় প্রভাযুক্তা। তপ্তকাঞ্চন এবং মরকত মণি একই বর্ণের। বণিকদের যেমন ধনদায়িনী লক্ষ্মীকে প্রয়োজন, তেমনিই প্রয়োজন দুর্গতিহারিণী দুর্গাকেও। সে কারণেই এই দুই দেবীকে ‘শশিশেখরা’ বলা হয়েছে। শশী বা চন্দ্র হলেন বৈশ্য জাতির অধিপতি - ‘চন্দ্রো বৈশ্যো’। এই অর্থে দেবী বৈশ্যপ্রধানা। বৈশ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীর বাহন সিংহ। কেন? একটি মতে বলা হয়েছে যে যেহেতু দেবী গন্ধেশ্বরী |

দেবী দুর্গার এক রূপ তাই তাঁর বাহনও সিংহ | অপরমতে সংস্কৃতের একটি প্রবচন স্মরণ করা যেতে পারে, সেখানে বলা হয়েছে - 'উদ্যোগিনী পুরুষসিংহং মুপৈতি লক্ষ্মীর্দেবেন দেয়মিতি কাপুরুষত্তা বদন্তি', অর্থাৎ যাঁরা উদ্যোগী পুরুষসিংহ, লক্ষ্মী বা ঐশ্বর্য বা সাফল্য তাঁদেরই করায়ত্ত হয় |

গন্ধবণিক সম্প্রদায় প্রাচীনকাল থেকেই মশলা ও চন্দনের মতো গন্ধদ্রব্যের ব্যবসা করে আসছেন। গন্ধবণিকেরা সে সময়ে শ্রেষ্ঠ সমুদ্র-যাত্রী বণিকরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন | মশলা ও চন্দনকাষ্ঠ ছাড়া শঙ্খ, মুক্তা, স্বর্ণ, এলাচ, কুমকুম, নানাবিধ ভেষজ ও ধাতব পদার্থ তাঁরা আমদানী করতেন | মৃগনাভী, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য, লাক্ষা, লবণ ইত্যাদিও তাঁরা আমদানী ও রপ্তানী করতেন, তাই তাঁদের নাম 'গন্ধবণিক' হয় | কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের জন্মের কয়েকশ' বছর আগে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের সময়কাল, গন্ধবণিক শ্রীমন্তের প্রতি চণ্ডীর অনুগ্রহই গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের ভগবতীর প্রতি ভক্তি দৃঢ় করে | শ্রীমন্তের সময় থেকেই সম্ভবত ভগবতী 'গন্ধেশ্বরী' নামে গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের কুলাধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে পূজিতা হচ্ছেন।

দেবী গন্ধেশ্বরীর যে পটমূর্তি আমরা দেখতে পাই, সেখানে দেখা যায়, চতুর্ভূজা দেবী সিংহাক্রান্ত অবস্থায় গন্ধাসুরকে বধ করছেন, গন্ধাসুর সিংহের পদতলে শায়িত | দেবীর সামনে গন্ধবতী জোড় হস্তে গলবস্ত্র প্রার্থনার ভঙ্গিতে উপবিষ্ট | দেবীর এক হাতে শঙ্খ, আর এক হাতে ত্রিশূল যাতে বিদ্ধ গন্ধাসুর অন্য দুটি হাতে দেবী বর ও অভয় দিচ্ছেন | কলকাতার চোরবাগানে গন্ধেশ্বরী মন্দিরে দেবীর যে অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি আছে, সে মূর্তিতে দেখা যায় গন্ধাসুরকে - দেবীর ত্রিশূলে বিদ্ধ, সিংহের পদতলে শায়িত | এখানে দেবীর এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে ত্রিশূল যাতে বিদ্ধ গন্ধাসুর | অন্য দুটি হাত বরাভয় ভঙ্গিতে রয়েছে |

সূত্র: 'মা গন্ধেশ্বরী' - সন্দীপ কুমার দাঁ

প্রকাশক: শ্রী মৃত্যুঞ্জয় দত্ত

প্রথম সংস্করণ: ৭ই বৈশাখ, ১৪২২ সন